মুসলিমের উচিত হল এতে শিথিলতা না করা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পর সাহাবাগণ رضي الله عنهم যত্নবান ছিলেন।

ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় দশ বছর অবস্থান করে কুরবানি করেছেন।" (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং হাসান বলেছেন)

ইবনুল কায়্যিম বলেন, "রাসূলুল্লাল্লাহ ﷺ কখনও কুরবানি ছাড়তেন না।" (যাদুল মাআদ)

৪. হজ্জ ও উমরাহ। এ দশ দিনে বান্দা যে সর্বোত্তম আমল করে তার একটি হল বাতুল্লাহর হজ্জ করা যদি সামর্থ্য থাকে। আল্লাহ যাকে তার ঘরে হজ্জের তাওফীক দেন এবং কাঙ্ক্ষিত ভাবে তার ইবাদতগুলো আদায়ের তাওফিক দেন সে নবী ﷺ এর এ হাদিসের ভাগীদার, "এক উমরাহ থেকে অপর উমরাহ উভয়ের মাঝে সকল গোনাহের কাফফারা। আর হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান শুধুই জান্নাত।" (মুত্তাফাক আলাইহি)

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি দাওলাতুল ইসলামের নাজদ ও হিজায উলাইয়াতের সৈনিকদের জমিনে ক্ষমতা প্রদান করেন এবং তারা যেন আল সালূলের তাগুতদের (আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন) থেকে মক্কা-মদিনার শৃঙ্খলকে মুক্ত করেন এবং তিনি যেন আমাদেরকে শারীয়াহ'র বিধানের ছায়ায় হজ্জ ও উমরাহ করার তাওফিক প্রদান করেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কিভাবে আমরা সমন্বয় করব নবী ﷺ এর এ হাদিসে যেখানে তিনি যুল-হিজ্জাহ এর আমলকে সকল আমলের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ঐ সকল অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদিসের সাথে যেগুলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে সকল আমলের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং তাকে ইসলামের উচ্চ শিখর হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে? যেমন আবু হুরায়রা رضي الله عنه এর হাদীস যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন আমল সর্বোত্তম? তখন তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।" তখন বলা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।"

এ নসগুলোর মাঝে সমন্বয় করার প্রসঙ্গে ইবনে হাজার رحمه الله বলেন, "এ সকল কিছু তখন যখন জিহাদ ফরজ না । কারণ আলোচনা চলছে ফযিলত নিয়ে ফরজ নিয়ে নয়।" (ফয়যুল বারী)

ইবনে রজব رحمه الله বলেন, "সাহাবাগণের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন। যুল-হিজ্জাহ এর দশ দিনের ফরজসমূহ অন্য সকল দশ দিনের ফরজ থেকে উত্তম। এবং এর নফলসমূহ অন্য

সকল দশ দিনের নফল থেকে উত্তম। আর এ দশ দিনের নফল অন্য দিনের ফরজ থেকে উত্তম নয়। তাই রামাদানের দশ সিয়াম যুল-হিজ্জাহ এর দশ সিয়াম থেকে উত্তম। কারণ ফরজ নফল থেকে উত্তম।" (ফাতহুল বারী) দ্বীনের আলেমগণের নিকট এ বিষয়টি সাব্যস্ত যে, জিহাদ যদি জিহাদুত তলবও[১] হয় তবু তা সর্বোত্তম আমল। কক্ষনো কোন আমল তার বরাবর নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, "আমার জানামতে আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে ইবাদতের ক্ষেত্রে জিহাদের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। তা (নফল) হজ্জ থেকে উত্তম, নফল সিয়াম থেকে উত্তম ও নফল সালাত থেকে উত্তম।" (মাজমূ আল ফাতাওয়া)

তো তখন কি বিধান হবে যখন জিহাদ হবে প্রতিরক্ষামূলক এবং তা সকল মুসলিমের উপর ফরজে আইন হয় যেমন বর্তমান অবস্থা!? ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله তাতারদের প্রতিহত করার জিহাদ সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহর কসম! যদি মুহাজির ও আনসারদের পূর্ববর্তী অগ্রগামীরা যেমন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও অন্যান্যরা رضي الله عنهم এ জামানায় উপস্থিত থাকতেন তাহলে তাদের সর্বোত্তম আমল হত এ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।" (মাজমূ আল ফাতাওয়া)

সুতরাং যদি জিহাদ ফরজ হয় (প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ) তাহলে তা সকল (ফরজ ও মুস্তাহাব) ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর যদি জিহাদ নফল হয় (জিহাদুত তলব) এবং তা যুল হিজ্জাহ এর দশ দিনে সংঘঠিত হয় তাহলে তা বান্দার অগ্রগামী সকল আমল থেকে উত্তম হবে।

হে মুসলিম ভাই!

এ মহান দিনগুলোর সুযোগকে লুফে নিন। কারণ আল্লাহর কসম! কোন ভাবেই এর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এবং আমলে সচেষ্ট হোন ও মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পূর্বে দ্রুত ছুটে আসুন। কারণ আজ হিসাব ব্যতিরেকে আমল আর আগামীকাল আমল ব্যতিরেকে হিসাব।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে যুল হিজ্জাহ এর প্রথম দশকে পৌঁছে দিন এবং আমাদেরকে আপনার যিকর, শোকর ও উত্তম ইবাদতে সহায়তা করুন। হে আল্লাহ! আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবাগণের رضي الله عنهم উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

[১] জিহাদুত তলব হল এমন জিহাদ যখন মুসলিম সেনাবাহিনী কুফফারদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ করেন, রক্ষণাত্মক জিহাদ নয়

মাকতাবাহ আল হিম্মাহ
দাওলাতুল ইসলাম

যুল হিজ্জাহ ১৪৩৭ হিজরি

যুল-হিজ্জাহ
সকল প্রশংসা আল্লাহর ﷻ। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণ ও তাঁর মিত্রদের প্রতি। অতপর, বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের একটি হল তিনি ইবাদতের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে তারা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ইবাদত সংযোজন করবে এবং ইবাদতের কমতি পূর্ণ করবে। আর এ নির্দিষ্ট সময়গুলোর মাঝে মহান ও মহিমান্বিত একটি সময় হচ্ছে হারাম মাস যুল-হিজ্জাহ এর প্রথম দশ দিন।

যুল হিজ্জাহ এর দশ দিনের ফযিলত

১. আল্লাহ ﷻ যুল-হিজ্জাহ এর প্রথম দশ দিনের শপথ করেছেন। তিনি ﷻ বলেন, {শপথ ভোরের, শপথ দশ রাত্রির।} (আল ফাজর – ১,২) ইবনে কাসীর ﵀ বলেন, "দশ রাত্রি দ্বারা উদ্দেশ্য হল যুল-হিজ্জাহ এর দশ রাত্রি যেমনটি বলেছেন ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, মুজাহিদ ও অন্যান্য সালাফ ও খালাফগণ।" (তাফসীরুল কুরআনিল আযীম)
বাস্তবতা হল আল্লাহ ﷻ মহান বস্তু ছাড়া অন্য কিছুর শপথ করেন না। ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, "এ ধরনের আমল সমৃদ্ধ সময় রবের শপথের বিষয় হওয়ার যোগ্য।" (আত তিবয়ান ফি আকসামিল কুরআন)
২. নবী ﷺ বর্ণনা করেছেন যে যুল-হিজ্জাহ এর দশ দিন দুনিয়ার সর্বোত্তম দিন এবং তাতে আমল করা অন্য দিনের সকল আমল থেকে উত্তম। ইবনে আব্বাস ﵄ এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন, "এ দিনগুলোর চেয়ে (অর্থাৎ দশ দিনের চেয়ে) অন্য কোন দিনে নেক আমল করা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নয়।" তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয়? তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয় তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে তার জান-মাল নিয়ে বের হয় আর কোন কিছু নিয়ে ফিরে আসে না।" (বুখারী)
ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ বলেন, "এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এ দিনগুলোতে আমল করা অর্থাৎ যুল-হিজ্জাহ এর দশ দিনে আমল করা কোন ব্যতিক্রম ব্যতীত দুনিয়ার সকল দিনে আমল করার চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। আর যেহেতু তা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় সেহেতু তা তাঁর নিকট সর্বোত্তমও।" (লাতাইফুল মাআরিফ ফিমা লি মাওয়াসিমিল আ'ম মিনাল ওয়াযাইফ)
৩. এ দশ দিনে আল্লাহ ﷻ নিকট এক মহান দিন রয়েছে। তা হচ্ছে আরাফাহ'র দিন, উপস্থিতির দিন। যার মাঝে আল্লাহ ﷻ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং যার সিয়াম দুই বছরের গোনাহের

কাফফারা। আবু কাতাদাহ আনসারী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, আরাফাহ'র দিনের সিয়াম পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গোনাহের কাফফারা হবে।" (মুসলিম)
৪. দশ দিনে আরও রয়েছে কুরবানির দিন, যা নিঃশর্তভাবে বছরের সবচেয়ে মহান দিন। তা হজ্জে আকবরের দিন যাতে এমন সকল ইবাদত ও নেক আমলের সমন্বয় ঘটে যা অন্য কোন দিনে ঘটে না। ইবনে হাজার ﵀ বলেন, "যা বোঝা যায় তা হল যুল-হিজ্জাহ এর দশ দিন বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হওয়ার কারণ হল তাতে মৌলিক ইবাদতগুলোর সমন্বয় ঘটা। আর তা হচ্ছে সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ ও হজ্জ। এ সমন্বয় অন্য কোথাও হয় না।" (ফাতহুল বারী)
ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, "যুল-হিজ্জাহ এর দশ দিন প্রাধান্য পেয়েছে তার দিনের কারণে। কারণ তাতে রয়েছে কুরবানির দিন ও আরাফাহ'র দিন।" (যাদুল মাআদ)

যুল হিজ্জাহ এর দশ দিনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহ:

এই দশ দিন পাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর এক বিশাল নিয়ামত, পরিশ্রমী ইবাদতগুজার ব্যক্তিরাই যার যথাযথ মূল্যায়ন করতে জানেন। তাই মুসলিম বান্দার উপর আবশ্যক হল এ নিয়ামতকে অনুভব করা ও এ সুযোগকে লুফে নেয়া। সালাফগণ এই দিনগুলোতে ইবাদতে এত পরিশ্রম করতেন যা অন্য দিনে করতেন না যেমনটি তাদের উজ্জ্বল জীবনচরিতে প্রমাণিত।
এ দিনগুলোতে যে সকল উত্তম আমলের উপর মুসলিমের যত্নবান হওয়া উচিত তার সংখ্যা অনেক। তার কিছু হল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায়ে যত্নবান হওয়া, বাবা-মার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, প্রতিবেশীদের প্রতি দয়া, মানুষের মাঝে মীমাংসা করা, মেহমানকে সম্মান করা, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, রোগীর শুশ্রূষা করা, অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি।
তবে এই দিনগুলোতে এমন কিছু আমল আছে, যার রয়েছে বিশেষ ফযীলত। সেগুলো হল:
১. বেশী বেশী যিকর করা। আল্লাহ ﷻ বলেন, {এবং যাতে তারা স্মরণ করতে পারে আল্লাহর নাম নির্দিষ্ট কিছু দিনে} (আল হজ্জ – ২৮) ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ বলেন, "এ নির্দিষ্ট দিনগুলো হচ্ছে যুল-হিজ্জাহ এর দশ দিন অধিকাংশ উলামা এ মত পোষণ করেন।" (লাতাইফ)

এ কারণেই নবী ﷺ এ দিনগুলোতে মুসলিমদের বেশী বেশী তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পাঠ করতে উৎসাহিত করেছেন। যেমন তাঁর বাণীতে এসেছে, "এ দশ দিনের চেয়ে অন্য কোন দিনে আমল করা আল্লাহর নিকট মহান ও অধিক প্রিয় নয়। সুতরাং তোমরা তাতে বেশী বেশী তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ কর।" (সহিহ, আহমাদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন)
বুখারী ﵀ তার সহিহ গ্রন্থে বলেন, "উমর ﵁ মিনায় তার গম্বুজে তাকবীর পাঠ করতেন। তখন মসজিদে থাকা ব্যক্তিরা শুনে তারাও তাকবীর পাঠ করত। এবং বাজারে থাকা ব্যক্তিরাও তাকবীর পাঠ করত। একপর্যায়ে মিনা তাকবীর ধ্বনিতে কেঁপে উঠত। ইবনে উমর ﵄ ও সে দিনগুলোতে মিনায় তাকবীর পাঠ করতেন। এবং সে সকল দিনে সালাতের পর, বিছানায়, তাঁবুতে, মজলিসে ও তার চলার পথে (তাকবীর পাঠ করতেন)।"
সুতরাং এ দিনগুলোর বিশেষ মাসনূন আমল হল তাকবীর পাঠ। পুরুষ উচ্চস্বরে পাঠ করবে আর নারী তার কণ্ঠকে নিচু রাখবে।

এখানে তাকবীর দুই প্রকার: ব্যাপক ও সময়াবদ্ধ। ব্যাপক তাকবীর হচ্ছে দশ দিনের প্রথম দিন থেকে নিয়ে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত যে কোন সময়। আর সময়াবদ্ধ তাকবীর হচ্ছে যা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর (ফরজ সালাত থেকে সালাম ফেরানোর পর) নির্ধারিত। সকলের জন্য তা শুরু হবে আরাফাহ'র দিনের ফজর থেকে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত। তবে হাজী তাকবীর শুরু করবেন ঈদের দিন যখন জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করবেন তার পর থেকে। তাকবীর পাঠের শব্দ হল:
(اَللّٰهُ أَكْبَر، اَللّٰهُ أَكْبَر، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَر اَللّٰهُ أَكْبَر وَلِلّٰهِ الْحَمْد)
২. সিয়াম পালন করা। মুসলিমের জন্য সুন্নাহ হল যুল-হিজ্জাহ এর নয় দিনের সবগুলো দিন বা যে কদিন সম্ভব সিয়াম পালন করা। হুনায়দা ইবনে খালিদের সূত্রে তার স্ত্রী থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, আমার নিকট নবী ﷺ এর কোন স্ত্রী বর্ণনা করেন যে, "তিনি যুল-হিজ্জাহ এর নয় দিন, আশুরার দিন ও প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতেন।" (সহিহ, নাসাঈ)
অধিকাংশ উলামাই তার সিয়াম পালনের মতের উপর। নববী ﵀ বলেন, "যুল-হিজ্জাহ এর নয় দিন সিয়াম পালন করা শক্ত মুস্তাহাব।" (মিনহাজ)
৩. কুরবানির পশু যবেহ করা। এ দশ দিনের আরও আমল হচ্ছে কুরবানির পশু যবেহের মাধ্যমে আল্লাহর ﷻ নৈকট্য অর্জন। কুরবানি করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ। সক্ষম ব্যক্তির (যার আর্থিক সচ্ছলতা রয়েছে) জন্য তা আরও জরুরী। তাই সামর্থ্যবান